

# কে হয় হৃদয় খুঁড়ে

ভজন সরকার

(৩)

এক বন্ধুকে অনেকদিন পর লিখলাম- কমিউনিষ্টরা নষ্ট হয় জানতাম , কিন্তু সহজেই স্মৃতি ভ্রষ্ট হয় এই প্রথম জানলেম ।

বন্ধুটি জবাব দিল - স্মৃতিভ্রম পচে যাওয়ার পূর্ব লক্ষণ । কেননা ভ্রান্তি থেকেই ভ্রষ্টামির -ভভামির শুরু । তাছাড়া ফল পেকেই তবে পচে । নারকেল যেমন বুনা হয়েই শেঁকড় গজায় । তার পর নষ্ট হয় । জানি না - মানুষের নষ্ট হয়ে যাওয়ার ধাপ গুলো কি কি ? তবে মানুষ কী কখনো নষ্ট হয় ? আর, নষ্ট হলে তাকে মানুষই বলা যাবে কোন যুক্তিতে? তাই মানুষ ভ্রষ্ট হতে পারে । হতে পারে তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত । হতে পারে এক বোঝা ব্যর্থতা মাথায় নিয়ে দিকভ্রান্ত -পথভ্রষ্ট । কিন্তু মানুষ কখনো নষ্ট হতে পারে না । মানুষের উপর থেকে নষ্টামির এ দায় ভার আমি নামিয়ে দিলাম ।

বুঝলাম আর যাই হোক, নষ্টের অপবাদ নিতে রাজি নয় বন্ধুটি আমার । কেই বা, নষ্ট হতে চায় নিজে থেকে । কেই বা, ভাল না থাকতে চায় নিজে । কেই বা, ভাল না রাখতে চায় নিজেকে । তার চারপাশকে । কেই বা, না থাকতে চায় এক সুরভিত আনন্দলোকে । সেই পুরানো প্রবাদ - আমার সন্তান যেনো থাকে দুধে ভাতে । কি এক সহজ অথচ আলোকিত আকাঙ্ক্ষা । জীবনের শত জটিলতা থেকে নির্ভেজাল বেঁচে থাকার দেদীপ্যমান এক আকুতি । খুব কী উচ্চাকাঙ্ক্ষী এ অভিলাষ ? হয়তো ছিলো না । কিন্তু কালের পরিক্রমায় আজ কী তা বাস্তবতার কঠিন পাথরে মোড়ানো নয়? প্রজন্মের এই সহজ চাওয়াটুকুও কী নয় অধিকাংশের কাছেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী?

নিতান্তই মধ্যবিত্ত ঘরের এক সন্তান হিসেব বারবার এসবই মনে হয় আমাদের । বিশেষত যারা প্রবাসে আছি তাদেরতো বটেই । কেননা, আমার মতো অনেকেই এই প্রথমবার দুবেলা দুটো খাবারের চিন্তা করেছি প্রবাসজীবনে এসেই । কালকে কী খাবো সে সংস্থান টুকু জোটাতে হচ্ছে আগের দিন । উন্নত চিন্তার চেয়ে , উন্নত জীবনের চেয়ে নূন্যতম বেঁচে বর্তে থাকাই যে প্রথম কাজ সেটাও তো বুঝেছি প্রবাসেই ।

পিতামহের জমি ছিল - তাই ছিল ধান । গরু ছিল , গোয়াল ছিল- ছিল তাই দুধ । পুকুর কিংবা ডোবা ছিল । ছিল মাছও । লাগলো আধুনিকতার ছোঁয়া - শিক্ষার বাতাস । প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম । আন্তে আন্তে সবকিছুই ব্রাত্য হোলো । শেঁকড় থেকে আর গজালো না উত্তরসূরী চারপাশে । অথচ পায়ের নিচে বীজ পড়েই তো পিছু নেয় প্রজন্ম । এক উটকো হাওয়ায় আন্তে আন্তে খোলস গেলো খসে । আলগা হতে হতে- বদল হতে হতে কাক পরিনত হলো কোকিলে । আমরা অনেকেই বলি এটাই তো প্রগতি । আসলে এটাই প্রগতি ? কিন্তু প্রশ্ন প্রগতি কোনটা? এই শেঁকড় থেকে অন্যত্র জন্ম নেয়া চারাটা ? না, কাক থেকে বদলে যাওয়া কোকিলটা?

বড়ই সৌভাগ্যে পেয়েছিলাম কিছু মহান শিক্ষকদের আমার ছাত্রাবস্থার সেই মাধ্যমিক পর্যায়ে। নিজ নিজ ক্ষেত্রে আলোকিত একেক জন। অথচ পরেছিলেন এক অজপাড়া গাঁয়ে। অজপাড়া গাঁ শব্দটি নিয়েও আমার আপত্তি আছে। কাকে অজ বলবে - যেখানে বিংশ শতাব্দির একে বাড়ে গোড়ার দিকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে কলেজ সব কিছুই। যেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনা আর স্বদেশী মন্ত্রের বীজ পোঁতা হয়েছে সেই বংগভংগের সময়েই। যেখানে পাঠাগার আর স্বাধীকার, মা আর মাটি সমান ভালবাসার এ মন্ত্র শিখেই বড় হয়ে উঠতো শিশুরা। যেখানে সম্প্রীতিই সংস্কৃতি আর সংস্কৃতিই ধর্ম - এর কোনো ব্যত্যয় দেখা যেতো না। অন্ততঃ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের দশকের মাঝামাঝি অবধি এ সব দেখেছি আমরাই। যেখানে সব চেয়ে আলোকিত মানুষগুলো শিক্ষকতায় আসতেন এক ধরনের প্রতিশ্রুতি থেকেই। আর এই ধারা বাহিকতায় দেখেছি, অবিভক্ত ভারত বর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হাতে গোনা মানুষদের অনেকেই কি পরম ব্রতে শিক্ষকতাকেই মহান পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। আগেই বলেছি সেই মহান শিক্ষকদের আমরা পেয়েছিলাম আমাদের শিক্ষাগ্রহণ সোপানের পাদপিঠে।

পরবর্তীতে সবচেয়ে নামকরা কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েও দেখেছি কোথায় যেনো পার্থক্য আছে আমার বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে এসব তথাকথিত ভালো প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের। পার্থক্যটা কিসে? আমার মনে হয়েছে ব্যবধানটা সংস্কৃতির। ব্যবধানটা যুগের- ব্যবধানটা চরম বাস্তবতার। ওই যে বলছিলাম ব্যবধানটা তথাকথিত প্রগতির। যা শেখায় বদলে যেতে। যা শেখায় বদলে দিতে। আমার বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অধিকাংশেরই ছিল না বেঁচেবর্তে থাকার জাগতিক তাড়না। ছিল না শেকড় থেকে বদলে যাবার অভিলাষ। তাই তো শিক্ষার যত উপকরণ, তা হোক না যতই সীমিত, কী পরম আগ্রহে বিলিয়ে দিতেন শিক্ষার্থীদের ভেতর। আমার সেই তথাকথিত অজপাড়া গাঁয়ের শিক্ষকদের ভেতর শিক্ষার যে আলোকিত আলো দেখেছি তার ছিটে ফোঁটাও দেখি নি পরবর্তী জীবনে। তবে কী যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তন হয় অনেক কিছুই??

মনে পড়ে সেই শিক্ষকদের অনেকেই। তিরিশের দশকে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স সহ স্নাতক। কোথাও চেষ্টাই করেননি চাকুরীর। চিন্তার বলয়েই ছিল না অন্য কোনো বিকল্প। পরীক্ষা দিয়েই শুরু করেছিলেন শিক্ষাদান। ততোদিনে আরও কয়েকজন শুরু করে দিয়েছেন সেই মহান পেশা তারও আগেই। সত্তর দশকের শেষ -অবধি পর্যন্ত তাই পশ্চিম মানিকগঞ্জের তেরশ্রী যেনো শিক্ষা সংস্কৃতির এক অনন্য পীঠস্থান। আর তেরশ্রী কালী নারায়ণ ইনিস্টিটিউশন যেনো আদর্শ শিক্ষকদের এক মহা মিলন ক্ষেত্র।

বাংলা ক্লাশে আমাদের প্রতিমাসে লিখতে হতো এক এক বিষয়ের উপর মৌলিক রচনা। ক্লাশের সবাই যে লিখতো তা নয়। তবে আগের সপ্তাহে জমা দেওয়া রচনা থেকে নির্বাচিত দু'টো রচনা পড়ে শুনাতে হতো। এক বারের বিষয় তিরিশ বছর পরের আমি। কী লিখেছিলাম আমি? মনে পড়ে কী নিজের রচনাটি? আজকের এই ভৌগলিক অবস্থান যে চিন্তায় ছিল না সেদিন, সেটা হলফ করে বলতে পারি। যত দূর মনে পড়ে আমারই এক সহপাঠিনীর সাথে নিভূতে মন বদলের খেলা চলছিলো। আমি লিখেছিলাম ওকে নিয়েই কাল্পনিক ঘর সংসারের খুচরো প্যাচাল।

তবে মনে পড়ে আমার বন্ধু সান্তারকে - তখন থেকেই আমরা কবি সান্তার বলতাম । অদ্ভুত কবিতার হাত ছিল সান্তারের । যেমন ছন্দ তেমনি কল্পনা । তার চেয়েও চমকে দেওয়া হাতের লেখা । সেদিনের সান্তার লিখেছিলো তিরিশ বছর পরের সান্তারকে । বাড়ির উঠোনে বসে শ্রাবনের পূর্ণিমাতে আকাশ দেখার সে রাতের কথা । সামনেই থই থই বরষার জলে ভরা বিল । চিক চিকে চাঁদের আলোতে সেটা এক আলোর মহাসমুদ্র । মেঘের ভেলারা মাঝে মাঝে ঢেকে দিচ্ছে আলোর মিছিল । বাড়ির ভেতর থেকে রেডিও -তে ভেসে আসা রবীন্দ্র সংগীত “ চাঁদের হাসির বান ডেকেছে - উছলে পড়ে আলো/ ও রজনী গন্ধা তুমি- গন্ধ সুধা ঢালো । ” সান্তার লিখেছিলো তার কল্পনার তিরিশ বছর । সংসারে থাকবে প্রিয়তমা সাথী- উজ্জ্বল এক প্রজন্ম । নিজের বেড়ে ওঠা সুন্দর এক গৃহকোণ । অসংখ্য বইয়ের পাহাড়ে গড়া এক লাইব্রেরির কথাও ছিল ওর রচনায় । সেদিনের মত আজকেও আত্মমুগ্ধতায় মনে পড়ে সেদিনের সান্তারের উজ্জ্বল প্রত্যাশার মুখকে । আহা , আমারও যদি থাকতো তেমনি একটা আলোকিত তিরিশ বছরের স্বপ্ন ।

আমাদের স্বপ্নচারী সান্তার বার কয়েক হাঁচট খেয়ে কোন এক বিদ্যালয়ের শিক্ষক । কবিতা কী আর লেখে সান্তার ? মনে পড়ে না । পেয়েছে কী স্বপ্নের সেই সংসার তার রচনার মতোই । হয়তো সেটাও পায় নি । কিন্তু স্বপ্নের ফেরিওয়ালা হয়ে একদিন স্বপ্নকে ছড়িয়ে দিয়েছিল আমার মনে । আর তাই আজো হাজার হাজার মাইল দূর থেকে সান্তারের স্বপ্নকেই খুঁজে ফেরি আমার শহরের এক নিভৃত লেকের পাড়ে । যেখান থেকে দেখা যায় চাঁদের আলোর নাচন লেক সুপিরিয়রের বিপুল জলরাশিতে ।

( চলবে )

॥ নভেম্বর ১৬ , ২০০৭ । লেক সুপিরিয়র । কানাডা ॥

[sarkerbk@yahoo.com](mailto:sarkerbk@yahoo.com)